দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 31 MAY 2015
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

ঝুঁকিপূর্ণ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

বগুড়া জেলা সদরের এক নম্বর টেংরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনটি নির্মিত হইয়াছিল শতাধিক বৎসর আগে। ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষিত হইয়াছে, কিন্তু নূতন ভবন নির্মিত হয় নাই অদ্যাবধি। আবার মাত্র একযুগ আগে নির্মিত বহু ভবনও ইতোমধ্যে জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রণীত তালিকা অনুযায়ী সারা দেশে এই ধরনের জীর্ণ ও পরিত্যক্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় নয় হাজার। সেই সব বিদ্যালয়ে কীভাবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হইতেছে—তাহাও দেশবাসীর সম্পূর্ণ অজানা নহে। কোথাও ঝুঁকিপূর্ণ ভবনেই পাঠদান চলিতেছে। আবার কোথাও বা বিদ্যালয়ের বারান্দা কিংবা খোলা মাঠই ভরসা। তবে রৌদ্রের খরতাপকে অগ্রাহ্য করা গেলেও ঝড়-বৃষ্টির মৌসুমে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। সাম্প্রতিক ভূমিকম্প শিক্ষার্থীদের দীর্ঘকালীন এই ঝুঁকি ও দুর্ভোগে যে নূতন মাত্রা যুক্ত করিয়াছে—তাহাও বলার অপেক্ষা রাখে না। সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারক মহলও যে ভূমিকম্পজনিত ঝুঁকির বিষয়টিকে গুরুত্বের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন শিক্ষামন্ত্রীর সাম্প্রতিক বক্তব্যে তাহার প্রতিফলন লক্ষ করা গিয়াছে। তিনি এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলের সহায়তাও কামনা করিয়াছেন। আশ্বাস দিয়াছেন ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলি দ্রুত সংস্কার অথবা নূতন করিয়া নির্মাণের।

সরকারের যত সদিচ্ছাই থাকুক, জরাজীর্ণ ও পরিত্যক্ত কয়েক হাজার বিদ্যালয় রাতারাতি সংস্কার কিংবা নূতন করিয়া নির্মাণ করা যে সম্ভব নহে—তাহা আমরা জানি। কিন্তু যখন এমন অভিযোগও শোনা যায় যে, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া বহু বিদ্যালয় জীর্ণ বা পরিত্যক্ত হইয়া আছে; বারংবার তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও কোনো প্রতিকার মিলিতেছে না—তখন উদ্বিগ্ন না হইয়া উপায় থাকে না। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং তাহাদের শিক্ষা কার্যক্রমকে সর্বতোভাবে বাধামুক্ত রাখা যাহাদের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য তাহারা যদি কোনো কারণে তাহাতে শৈথিল্য বা উদাসীনতা প্রদর্শন করেন তাহা হইলে অবধারিতভাবে দায়িত্বটি বর্তায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের উপর। আমরা বিশ্বাস করি যে, জনপ্রতিনিধিরা তাহাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করিলে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া কোনো বিদ্যালয় পরিত্যক্ত বা ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকিতে পারে না। অতিশয় উদ্বেগের বিষয় হইল, গ্রীষ্মের দাবদাহ প্রশমিত হইতে না হইতেই শুরু হইয়া যাইবে বর্ষা ও বন্যার উপদ্রব। জীর্ণ ভবনগুলি হইয়া উঠিবে আরও ঝুঁকিপূর্ণ। অন্যদিকে, খোলা মাঠে বা বারান্দায় ক্লাস নেওয়াও সম্ভব হইবে না। এই বাস্তবতাকে বিবেচনায় রাখিয়া এখনই বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি বলিয়া আমরা মনে করি।

সংস্কার কিংবা নূতন করিয়া বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ—উভয়ই সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তবে সরকারের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক মহল ইচ্ছা করিলে এই প্রক্রিয়াটি কিছুটা দ্রুততর করিতে পারেন বৈকি। কিন্তু সেই আশায় শিক্ষা কার্যক্রম যেমন বন্ধ রাখা যাইবে না, তেমনি শিক্ষার্থীদের ঝুঁকির মুখে ঠেলিয়া দেওয়াও কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য নহে। আমাদের বিশ্বাস, সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারক মহলও এইসব বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন। তদুপরি, শিক্ষার উন্নয়ন ও শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার প্রশ্নে সরকারের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতার বিষয়টিও সুবিদিত। অতএব, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে অনতিবিলম্বে এই সমস্যার সমাধানে যথাযথ উদ্যোগ গৃহীত হইবে—ইহাই আমাদের প্রত্যাশা।